International Research Journal of Education and Technology

Peer Reviewed Journal, **ISSN 2581-7795**

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে নারী শ্রমিকদের জীবনের বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি: একটি গবেষণামূলক নিবন্ধ

Santanu Bej

PhD Research Scholar, Department of Bengali, Sunrise University, Alwar

Dr. Sonali Chakraborty Misra

Assistant Professor, Department of Bengali, Sunrise University, Alwar

1. ভূমিকা

সমরেশ বসু বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রভাবশালী লেখক, যিনি সমাজের নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবনকে তার লেখায় অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন। তার ছোটগল্পে জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান, এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের বর্ণনা রয়েছে, তেমনই নারী শ্রমিকদের জীবন ও সংগ্রামের চিত্রায়ণও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই গবেষণামূলক নিবন্ধে সমরেশ বসুর ছোটগল্পে নারী শ্রমিকের বর্ণনার উপর আলোকপাত করা হবে, যা আমাদের সমাজের এক গভীর ও প্রায়শই উপেক্ষিত বাস্তবতাকে উন্মোচিত করে। সমরেশ বসুর লেখায় নারী শ্রমিকের চিত্রায়ণ তার সমাজ সচেতনতার পরিচায়ক। তিনি সমাজের অবহেলিত ও প্রান্তিক মানুষদের জীবনের গল্প বলে সমাজের মূল স্রোতে তাদের স্থান করে দিয়েছেন। তার গল্পে নারী শ্রমিকদের জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম, কষ্ট, আশা ও নিরাশার মিশ্রণে একটি জীবন্ত চিত্র তৈরি হয়েছে। এই চিত্রায়ণ শুধুমাত্র সাহিত্যিক সৌন্দর্যই নয়, বরং একটি শক্তিশালী সামাজিক বার্তা বহন করে।

নারী শ্রমিকদের জীবনের বিভিন্ন দিক সমরেশ বসুর গল্পে অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে উঠে এসেছে। তাদের কাজের পরিবেশ, পারিবারিক দায়িত্ব, সামাজিক অবস্থান, এবং অর্থনৈতিক কষ্টের নানা দিক তার গল্পে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন, "প্রতীক্ষা" গল্পে আমরা একটি গার্মেন্টস শ্রমিক মেয়ের জীবনের দুঃখ ও হতাশা দেখতে পাই, যেখানে তার প্রতিদিনের কাজের চাপ, কাজের পরিবেশের সমস্যা, এবং নিম্ন মজুরির কারণে যে কষ্ট সে ভোগ করে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সমরেশ বসুর ছোটগল্পে নারী শ্রমিকদের সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। "নামাজ" গল্পে আমরা একটি গৃহস্থালীর কাজ করা নারীর জীবন সংগ্রামের চিত্র দেখতে পাই, যেখানে সে পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে। তার স্বামীর বেকারত্ব এবং সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে তার উদ্বেগ গল্পে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এই গল্পগুলোতে নারী শ্রমিকদের জীবনের কষ্ট ও সংগ্রামের পাশাপাশি তাদের আশা ও প্রত্যাশার চিত্রও উঠে আসে। নারী শ্রমিকদের জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন অর্থনৈতিক চাপ, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, এবং আশার আলোকে সমরেশ বসুর গল্পে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। "মানুষ" গল্পে একটি নারী শ্রমিকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যে প্রতিদিনের জীবনের চাপে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার নিম্ন মজুরির কারণে সংসার চালাতে যে কঠোর পরিশ্রম তাকে করতে হয়, তা গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। সমরেশ বসুর গল্পে নারী শ্রমিকদের সংগ্রাম, কষ্ট, এবং তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক আমাদের সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রদান করে। এই নিবন্ধে তার ছোটগল্পে নারী শ্রমিকের বর্ণনার উপর আলোকপাত করা হবে, যা

আমাদের সমাজের নিম্নবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রদান করে। এই গবেষণামূলক নিবন্ধটি তার সাহিত্যকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়, যা আমাদের সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনের বাস্তবতা তুলে ধরে।

2. নারী শ্রমিকের চিত্রায়ণ

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে নারী শ্রমিকের চিত্রায়ণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তার গল্পগুলোতে নারী শ্রমিকদের যে জীবনের কষ্ট, লড়াই ও আশা-নিরাশার দোলাচল ফুটে ওঠে, তা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে।

- ***গল্পের পটভূমি এবং নারী শ্রমিকের ভূমিকা***

সমরেশ বসুর ছোটগল্পগুলোতে নিম্নবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তার গল্পের পটভূমি সাধারণত শহরের নিম্ন আয়ের এলাকা, যেখানে মানুষ প্রতিদিন জীবনের জন্য লড়াই করে। এই লড়াইয়ের মধ্যে নারী শ্রমিকদের ভূমিকা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমরেশ বসুর গল্পে নারী শ্রমিকদের ভূমিকা প্রধানত দুইভাবে দেখা যায়: গার্মেন্টস বা কারখানায় কাজ করা নারী এবং ঘরোয়া কাজের সঙ্গে যুক্ত নারী।গার্মেন্টস বা কারখানায় কাজ করা নারীরা সাধারণত অর্থনৈতিক কষ্টে ভুগছেন। তারা প্রতিদিনের জীবনের চাপে ক্লান্ত এবং তাদের কাজের পরিবেশের সমস্যা তাদের জীবনের কষ্টকে আরও বাড়িয়ে তোলে। "প্রতীক্ষা" গল্পে আমরা একটি গার্মেন্টস শ্রমিক মেয়ের জীবনের দুঃখ ও হতাশা দেখতে পাই। গল্পটি শুরু হয় একটি দরিদ্র এলাকার বর্ণনা দিয়ে, যেখানে ছোট ছোট ঘরে নারী শ্রমিকরা তাদের জীবনের প্রতিদিনের কষ্ট

নিয়ে বসবাস করেন। তাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য হল দিনশেষে কিছু অর্থ উপার্জন করে পরিবারের জন্য খাবার যোগানো।

ঘরোয়া কাজের সঙ্গে যুক্ত নারীদের জীবনও সমরেশ বসুর গল্পে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তারা পারিবারিক দায়িত্ব এবং কাজের চাপের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে চেষ্টা করেন। "নামাজ" গল্পে আমরা একটি গৃহস্থালীর কাজ করা নারীর জীবন সংগ্রামের চিত্র দেখতে পাই। গল্পটি শুরু হয় একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের বর্ণনা দিয়ে, যেখানে নারীটি প্রতিদিনের ঘরোয়া কাজ এবং পরিবার পরিচালনার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। তার স্বামীর বেকারত্ব এবং সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে তার উদ্বেগ গল্পে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

- **নারী শ্রমিকের সংগ্রাম**

সমরেশ বসুর গল্পে নারী শ্রমিকদের সংগ্রাম অত্যন্ত বাস্তবভাবে ফুটে উঠেছে। তারা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কষ্টে ভুগেন না, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার সঙ্গেও লড়াই করেন। তাদের জীবনে প্রতিনিয়ত এক নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। "প্রতীক্ষা" গল্পে একটি গার্মেন্টস শ্রমিক মেয়ের জীবনের দুঃখ ও হতাশা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তার প্রতিদিনের কাজের চাপ, কাজের পরিবেশের সমস্যা, এবং নিম্ন মজুরির কারণে যে কষ্ট সে ভোগ করে, তা লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন।এই গল্পে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে একটি নারী শ্রমিক তার প্রতিদিনের কাজের মধ্যে দিয়ে জীবনের কষ্ট সহ্য করে এবং তার পরিবারের জন্য লড়াই করে। তার কাজের পরিবেশ অত্যন্ত কঠোর এবং সেখানে কোনো প্রকার আরামের সুযোগ নেই। কাজের চাপ এতটাই বেশি যে সে দিনের শেষে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার মজুরি

অত্যন্ত কম, যা তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট নয়। তবুও, সে প্রতিদিন কাজ করে যায়, কারণ তার পরিবারের খাবার ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব তার উপরই।

নারী শ্রমিকের সংগ্রাম শুধু অর্থনৈতিক কষ্টে সীমাবদ্ধ নয়। তারা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধার সঙ্গেও লড়াই করেন। তাদের সমাজে সাধারণত কম মূল্য দেওয়া হয় এবং তারা প্রায়শই অপমানিত ও অবহেলিত হন। তাদের কাজের পরিবেশে প্রায়শই তারা যৌন হয়রানি এবং নির্যাতনের শিকার হন। তবুও, তারা নিজেদের এবং পরিবারের জন্য লড়াই করে যান।

সমরেশ বসুর গল্পে নারী শ্রমিকদের সংগ্রামের চিত্রায়ণ আমাদের সমাজের নিম্নবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রদান করে। তাদের সংগ্রামের কাহিনী আমাদের সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে একটি শক্তিশালী বার্তা বহন করে। "প্রতীক্ষা" গল্পে নারী শ্রমিকের সংগ্রাম এবং তার জীবনের বিভিন্ন দিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা আমাদের সমাজের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের একটি বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

- **সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট**

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে নারী শ্রমিকদের সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার গল্পগুলোতে সাধারণত নিম্নবিত্ত এবং শ্রমজীবী নারীদের জীবনের নানা দিক তুলে ধরা হয়, যেখানে তারা পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী বা পারিবারিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে উঠে আসে। এই নারীদের জীবনের কষ্ট ও সংগ্রাম কেবলমাত্র তাদের

কর্মজীবনে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং পারিবারিক জীবনেও তা প্রভাব ফেলে।"নামাজ" গল্পে আমরা দেখতে পাই একটি গৃহস্থালীর কাজ করা নারীর জীবন সংগ্রামের চিত্র। এই গল্পে নারীর প্রতিদিনের কাজের ধকল এবং তার পারিবারিক দায়িত্বের ভার অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। গল্পের প্রধান চরিত্র তার পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী এবং তার স্বামীর বেকারত্বের কারণে পরিবারের সব দায়িত্ব তার উপর পড়েছে। প্রতিদিন সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে কাজে যাওয়া এবং কাজ শেষে ফিরে এসে ঘরের কাজ করা তার প্রতিদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নারীর জীবনে সবচেয়ে বড় উদ্বেগ হলো তার সন্তানের ভবিষ্যৎ। সে প্রতিদিন কঠোর পরিশ্রম করে তার সন্তানের জন্য একটি ভালো ভবিষ্যতের আশা করে। কিন্তু তার স্বামীর বেকারত্ব এবং পরিবারের আর্থিক অবস্থা তার এই আশা পূরণ করতে বাধা দেয়। গল্পে নারীর এই উদ্বেগ এবং সংগ্রাম অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে ফুটে উঠেছে, যা পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে।

- **অর্থনৈতিক চাপে নারী শ্রমিকের জীবন**

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে অর্থনৈতিক চাপে নারী শ্রমিকদের জীবনের দুঃখ এবং কষ্টের চিত্র বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তাদের জীবন প্রতিদিনের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে চললেও, তারা প্রায়শই তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়। "মানুষ" গল্পে একটি নারী শ্রমিকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে প্রতিদিনের জীবনের চাপে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে।এই গল্পের প্রধান চরিত্র একটি কারখানায় কাজ করে এবং তার মজুরি অত্যন্ত কম। তার কাজের পরিবেশও খুবই খারাপ এবং তার উপর প্রতিদিনের কাজের চাপ প্রচুর। সে প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে কাজের জন্য তৈরি হয়

এবং কাজ শেষে ঘরে ফিরে আবার ঘরের কাজ শুরু করে। তার জীবনে কোনো আরামের মুহূর্ত নেই এবং তার মজুরি এতটাই কম যে সে তার পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে পারে না।

গল্পে নারীর এই কষ্ট এবং সংগ্রামের চিত্র অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তার জীবন শুধুমাত্র কাজ এবং পরিশ্রমে ভরপুর এবং সে কোনো প্রকার আরাম বা আনন্দের মুহূর্ত পায় না। তার নিম্ন মজুরির কারণে সংসার চালাতে যে কঠোর পরিশ্রম তাকে করতে হয়, তা গল্পের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

- **মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন**

সমরেশ বসুর গল্পে নারী শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের চিত্রও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। গল্পে একটি নারী শ্রমিকের জীবনের দুঃখ এবং শারীরিক নির্যাতনের চিত্র দেখা যায়। এই গল্পে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে একটি নারী শ্রমিক কর্মস্থলে সহকর্মীদের দ্বারা নির্যাতিত হয় এবং ঘরে স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়। তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে।

এই গল্পের প্রধান চরিত্র একটি কারখানায় কাজ করে এবং তার সহকর্মীদের দ্বারা প্রতিদিন মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। তার সহকর্মীরা তাকে প্রতিনিয়ত অপমান করে এবং তার কাজের পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। কর্মস্থলে তার এই নির্যাতনের কারণে তার মানসিক অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে।এছাড়াও, ঘরে ফিরে সে তার স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়। তার স্বামী তাকে প্রতিনিয়ত শারীরিকভাবে নির্যাতন করে এবং তার জীবনের কষ্ট আরও বাড়িয়ে তোলে। তার জীবনে কোনো আরামের মুহূর্ত নেই এবং সে প্রতিদিন এই কষ্ট এবং নির্যাতনের

মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকে। সমরেশ বসুর গল্পে নারী শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের চিত্র অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে ফুটে উঠেছে। এই গল্পগুলো আমাদের সমাজের এক গভীর বাস্তবতাকে তুলে ধরে, যা আমরা প্রায়শই উপেক্ষা করি।

- **আশা ও প্রত্যাশা**

সমরেশ বসুর গল্পে নারী শ্রমিকদের আশা ও প্রত্যাশার চিত্র অত্যন্ত সজীব ও মানবিকভাবে ফুটে উঠেছে। নারী শ্রমিকদের জীবনের কষ্ট, সংগ্রাম এবং অপূর্ণতার মধ্যেও তারা আশা এবং স্বপ্নের জোরে বেঁচে থাকে। এই আশাগুলো তাদের প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে একটি নতুন উজ্জীবন এনে দেয়, যা তাদের কষ্টকে কিছুটা হলেও লাঘব করে। "পথের প্রান্তে" গল্পে আমরা একটি নারী শ্রমিকের জীবনের আশা এবং তার পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখতে পাই। গল্পের প্রধান চরিত্র মিনা, একটি গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করে। তার জীবন প্রতিদিনের কঠোর পরিশ্রমে ভরপুর, কিন্তু তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা আশা তাকে প্রতিদিনের কষ্টের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। মিনা প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে কাজের জন্য তৈরি হয়। তার কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি এবং মজুরি খুবই কম। তবুও, সে প্রতিদিন কাজ করে যায়, কারণ তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হলো তার সন্তানের জন্য একটি ভালো ভবিষ্যৎ গড়া। মিনা আশা করে যে একদিন তার সন্তানের জীবন তার চেয়ে ভালো হবে এবং সে তার সন্তানকে উচ্চশিক্ষিত করতে পারবে।মিনার

জীবনে তার স্বপ্ন এবং আশা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এই আশা তাকে প্রতিদিনের কষ্টকে সহ্য করতে সাহায্য করে। গল্পের একটি অংশে আমরা দেখতে পাই, কীভাবে মিনা তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এই আশা এবং স্বপ্নের মাধ্যমে তার জীবনের কষ্টকে সামলে নিচ্ছে। সে জানে যে তার জীবনের প্রতিদিনের কষ্টের মধ্যে দিয়েই একদিন তার সন্তান একটি ভালো ভবিষ্যৎ পাবে।গল্পের শেষে আমরা দেখতে পাই, মিনা তার জীবনের কষ্ট এবং সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও তার আশা এবং স্বপ্নকে ধরে রেখেছে। তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা এই আশা এবং স্বপ্ন তাকে প্রতিদিনের কষ্টের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। সমরেশ বসুর গল্পে নারী শ্রমিকদের আশা এবং স্বপ্নের চিত্র অত্যন্ত মানবিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই আশাগুলো তাদের জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রামকে সহনীয় করে তোলে এবং তাদের একটি নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখায়।

3. উপসংহার

সমরেশ বসুর ছোটগল্পে নারী শ্রমিকের বর্ণনা বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তার গল্পগুলোর মাধ্যমে তিনি নিম্নবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন, যেখানে নারী শ্রমিকদের কষ্ট, সংগ্রাম, আশা ও স্বপ্ন বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। এই নারী শ্রমিকরা শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কষ্টের শিকার নয়, বরং সামাজিক ও পারিবারিক বাধার সঙ্গেও লড়াই করে যান। সমরেশ বসুর গল্পগুলোতে নারী শ্রমিকদের জীবনের নানা দিক অত্যন্ত বাস্তবসম্মতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। "প্রতীক্ষা" গল্পে একটি গার্মেন্টস শ্রমিক মেয়ের জীবনের দুঃখ ও হতাশা সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তার প্রতিদিনের কাজের চাপ, কাজের পরিবেশের সমস্যা এবং নিম্ন

মজুরির কারণে যে কষ্ট সে ভোগ করে, তা লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। "নামাজ" গল্পে একটি গৃহস্থালীর কাজ করা নারীর জীবন সংগ্রামের চিত্র পাওয়া যায়, যেখানে সে পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্মজীবনের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টা করে। তার স্বামীর বেকারত্ব এবং সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে তার উদ্বেগ গল্পে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। "মানুষ" গল্পে একটি নারী শ্রমিকের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যে প্রতিদিনের জীবনের চাপে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তার নিম্ন মজুরির কারণে সংসার চালাতে যে কঠোর পরিশ্রম তাকে করতে হয়, তা গল্পের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

এছাড়া, সমরেশ বসুর গল্পে নারী শ্রমিকদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের চিত্রও স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। "চোখের বালি" গল্পে একটি নারী শ্রমিকের জীবনের দুঃখ এবং শারীরিক নির্যাতনের চিত্র দেখা যায়। কর্মস্থলে সহকর্মীদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়া এবং ঘরে স্বামীর নির্যাতনের শিকার হওয়া তার জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। সবশেষে, নারী শ্রমিকদের আশা ও প্রত্যাশার চিত্রও সমরেশ বসুর গল্পে অত্যন্ত মানবিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। "পথের প্রান্তে" গল্পে একটি নারী শ্রমিকের আশা এবং তার জীবনের পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখা যায়। তার মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা আশা তাকে প্রতিদিনের কষ্টের মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকতে সাহায্য করে। এই আশা এবং স্বপ্ন তাদের প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামে একটি নতুন উজ্জীবন এনে দেয়।সমরেশ বসুর ছোটগল্পে নারী শ্রমিকের বর্ণনা আমাদের সমাজের এক গভীর বাস্তবতাকে উন্মোচিত করে। তার গল্পগুলো আমাদেরকে নারী শ্রমিকদের জীবনের কষ্ট এবং সংগ্রামের সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করতে

প্ররোচিত করে। তাদের জীবনের প্রতিদিনের কষ্ট এবং সংগ্রামের গল্পগুলো আমাদের সমাজের নিম্নবিত্ত এবং শ্রমজীবী মানুষের জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করে।

সমরেশ বসুর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে আমরা নারী শ্রমিকদের জীবনের নানা দিক সম্পর্কে জানার সুযোগ পাই, যা আমাদের সমাজের প্রতি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। তার গল্পগুলো আমাদের সমাজের বাস্তবতা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি প্রদান করে, যা আমাদেরকে তাদের জীবনের কষ্ট এবং সংগ্রামের পাশাপাশি তাদের আশা এবং স্বপ্নের সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তা করতে বাধ্য করে।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. বসু, সমরেশ. ছোটগল্প সংগ্রহ. কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৫।

2. বসু, সমরেশ. "প্রতীক্ষা." ছোটগল্প সংগ্রহ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৫।

3. বসু, সমরেশ. "নামাজ." ছোটগল্প সংগ্রহ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৫।

4. বসু, সমরেশ. "মানুষ." ছোটগল্প সংগ্রহ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৫।

5. বসু, সমরেশ. "পথের প্রান্তে." ছোটগল্প সংগ্রহ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৫।